

দানযিলে গ্রন্থ - সংখ্যা ঊনপত্রচাশ

সত্যের উন্মোচন: মধ্যরাত্রির ডাক, ইসলামের ভূমিকা, এবং শেষে দনিগুলোতে চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রক্রিয়া

Jeff Pippenger
2024-01-13

১৭৯৮ সালে উলাই নদীর দর্শনের সীল খোলা হলে যে জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটছিল, তা এমন এক পরীক্ষা-প্রক্রিয়া সৃষ্টি করছিল, যা ১৮৪৪ সালে মধ্যরাত্রির আহ্বানের আন্দোলনে পরাকাষ্ঠায় পৌঁছেছিল। শেষে দনিরে মধ্যরাত্রির আহ্বান, যা এখন উন্মোচন হচ্চে, সেই ইতিহাস দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে এবং সেই ইতিহাসের ঠিক একই পরীক্ষামূলক সত্যসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে; কারণ এখন যে মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা উন্মোচন হচ্চে, তা মলিয়ারে রত্নসমূহের পুনঃস্থাপন।

“যে সত্যসমূহ আমরা 1841, '42, '43, এবং '44 সালে গ্রহণ করেছিলাম, সেগুলি এখন অধ্যয়ন ও ঘোষণা করতে হবে। প্রথম, দ্বিতীয়, এবং তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তাসমূহ ভবিষ্যতে উচ্চস্বরে ঘোষণা করা হবে। সেগুলি আন্তরিক দৃঢ়সংকল্পসহ এবং আত্মার শক্তিতে প্রদান করা হবে।” Manuscript Releases, খণ্ড 15, 371.

আমাদের সময়ের মধ্যরাত্রির আহ্বানের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তার প্রধান বিষয় হল তৃতীয় হায়-এ ইসলামের ভূমিকা। হাবাক্কুককে দুই ফলকে ইসলামের তিনটি হায়ই উপস্থাপিত আছে। শেষে দনিরে মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তাটি ১৮ জুলাই, ২০২০-এর হতাশায় উন্মোচন হতে শুরু করে, যখন শেষে দনিরে অপেক্ষার সময় এসে পৌঁছায়। মলিয়ার ইতিহাসের মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তার মতোই, শেষে দনিরে বার্তাটিও ক্রমান্বয়ে বকিষ্টি হয় যতক্ষণ না তা এক্সটির ক্যাম্প মটিং দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত পর্যায়ে পৌঁছে। সেই পর্যায়ে কুমারীদরে হয় তলে থাকবে, নতুবা থাকবে না।

যরিশালমেরে প্রজাদের ওপর শাসনকারী বদ্বিপকারীদের বদ্বিধে ইশাইয়ার 'হায়' ঘোষণাটি দেখায় যে দর্শনটি এফ্রয়মেরে মাতালদের কাছে সলিমোহর করা একটি বিইয়ের মতো হয়ে গেছে। ইশাইয়ার ওই অংশে, অ্যাডভেন্টবাদে ইতিহাসে যেমনটি সম্পন্ন হয়েছে, শয়তানি প্রতীককে ঈশ্বরীয় প্রতীককে বদলে দেওয়ার কাজটিকে কুমারেরে মাটির মতো বলে গণ্য করা হয়েছে। ওই কাজটি ছিল "the daily"-এর সংজ্ঞা এমনভাবে স্থাপন করা যে তা খ্রিস্টের প্রতীক, অথচ সটে আসলে শয়তানের প্রতীক। দানযিলে যখন "tamid" শব্দটিকে পৌত্তলিকতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করছিলেন, তনি শব্দটি প্রতীকী উদ্দেশ্যে বেছে নিয়েছিলেন, কারণ শব্দটির অর্থ 'নরিন্তর'।

তনিট শিক্তি বিশ্বকে আর্মাগডেনের দিকে নিয়ে যায়, এবং সেই তনিটির মধ্য প্রথমটি হিলো ড্রাগন (পৌত্তলিকতা)। ড্রাগন স্বর্গে ঈশ্বরের বদ্বিধে তার যুদ্ধ শুরু করছিল। ড্রাগন সেই যুদ্ধ চালিয়ে যায় হাজার বছরের সহস্রাব্দে শেষে পর্যন্ত, যখন তাকে অবশেষে ধ্বংস করা হয়।

আর যখন এক হাজার বছর পূর্ণ হবে, শয়তানকে তার কারাগার থেকে ছাড়া হবে, এবং সে বেরিয়ে যাবে পৃথিবীর চার কোণে যে জাতসমূহ আছে—গোগ ও মাগোগ—তাদের প্রতারিত করতে, যুদ্ধেরে জন্ম তাদের একত্র করতে; যাদের সংখ্যা সমুদ্রেরে বালুর মতো।

আর তারা পৃথিবীর বস্টিরূপ ভূমির উপর উঠে এসে, পবিত্রদের শবিরি ও প্রয়ি নগরীকে চারদকি থেকে ঘরিরে ফলেল; এবং স্ববর্গ থেকে ঈশ্বররে পক্ষ হতে আগুন নমে এসে তাদের গরাস করল। আর য়ে শয়তান তাদের প্রতারতি করছেলি, তাকে অগ্নি ও গন্ধকরে হ্রদে নক্শিপে করা হলো—যখনে পশু ও মথিয়া নবী আছে—আর তারা দিনরাত চরিকাল যন্ত্রণা ভোগ করবে। প্রকাশতি বাক্য ২০:৭-১০।

বশ্বিকে আরমাগডেনরে দকিে নযি়ে যাওয়া তনিটি শক্তিরি মধ্যে দ্বিতীয়টি হিলো পশু (পোপতন্ত্র), এবং সেই তনি শক্তিরি তৃতীয়টি হিলো মথিয়া নবী (যুক্তরাষ্টর); উভয়ই ক্রুশরে ঘটনার পর ইতিহাসে আবর্ভূত হয়ছে, এবং উভয়ই খ্রিস্টরে দ্বিতীয় আগমনে ধ্বংস হবে।

আর পশুটি ধরা পড়ল, এবং তার সঙ্গে মথিয়া নবীও, য়ে তার সামনে আশ্চর্য কাজ করছেলি, য়েগেলোর দ্বারা সয়ে প্রতারতি করছেলি তাদেরকে, যারা পশুর চহ্ন গ্রহণ করছেলি, এবং যারা তার মূর্তকিে উপাসনা করছেলি। এই দুজনই জীবতি অবস্থায় গন্ধক জ্বলন্ত অগ্নিরি হ্রদে নক্শিপিত হল। প্রকাশতি বাক্য ১৯:২০।

ড্যানয়িলে যখন পোততলকিতার (শয়তান) প্রতীক হিসেবে হব্বি শব্দ "অবরাম" নর্বাচন করছেলিনে, তখন তনি এমন একটি শব্দ বছে নযিছেলিনে যা নর্দশে করে য়ে ঈশ্বররে বর্দিধে অবরাম লড়াই করে এসছে শয়তানই। অন্যান্য দুই শক্তি ঈশ্বররে বর্দিধে তাদের যুদ্ধরে ক্ষেত্রে কেবল নর্দর্ষিট সমযরে জন্মই সক্রয়ি। ড্যানয়িলেরে "tamid" (অবরাম) শব্দরে নর্বাচনটি ছিলি উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং যথার্থ।

প্রভু যাদের উপর গভীর নর্দ্রার আত্মা ঢলে দযি়ে তাদের চোখ বন্ধ করে দযি়েছেন—তাদের বর্দিধে যশাইয়ার 'হায়' ঘোষণার বর্ণনা যখন অধ্যায় আটাশ থেকে তর্শি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, তখন তনি লিখিছেন:

এখন যাও, তাদের সামনে তা এক ফলকে লখি়ে দাও, এবং এক পুস্তকে লপিবিদ্ধ করো, যনে তা ভবষিৎ কালরে জন্ম, যুগযুগান্ত পর্যন্ত থাকে: য়ে, এ জাত বিদ্রোহী, মথিয়াবাদী সন্তানসন্ততি, এমন সন্তান যারা প্রভুর ব্যবস্থার কথা শুনতে চায় না; যারা দ্রষ্টাদের বলে, 'দখেো না'; এবং ভাববাদীদের বলে, 'আমাদের কাছে সত্য কথা ভাববাণী করো না, আমাদের সুমধুর কথা বলেো, মথিয়া ভাববাণী করো'; 'পথ থেকে সরে পড়ো, পথরে বাইরে ঘুরে যাও, আমাদের সামনে থেকে ইস্রায়লেরে পবিত্রজনকে দূরে সরযি়ে দাও।' অতএব ইস্রায়লেরে পবিত্রজন এইরূপ বলেনে, 'যহেতু তোমরা এই বাক্যকে তুচ্ছ করছে, এবং অত্যাচার ও কুটলিতায় ভরসা করে ততে নর্ভর করছে, সুতরাং এই অপরাধ তোমাদের কাছে হবে এমন এক ভাঙন, যা পড়ে যতে উদ্যত—এক উঁচু প্রাচীররে স্ফীত ফাটলেরে ন্যায়—যার ভাঙন আকস্মিকভাবে, মুহূর্তই এসে পড়ে। আর তনি সটেকিে ভাঙনে কুমাররে পাত্র যমেন টুকরো টুকরো করে ভাঙা হয়; তনি রহেই দবেনে না; যাত তার ভাঙনে এমন একটা খণ্ডও পাওয়া না যায়, যা দযি়ে চুল্লি থেকে অঙ্গার তোলা যায়, অথবা কূপ থেকে জল তোলা যায়। কারণ প্রভু ঈশ্বর, ইস্রায়লেরে পবিত্রজন এইরূপ বলেনে: 'ফরি়ে আসা ও বশ্রামে তোমরা পরিত্রাণ পাবে; শান্ততা ও আস্থায় থাকবে তোমাদের শক্তি'; কন্তি তোমরা তা চাওনি। যশাইয় ৩০:৮-১৫।

যে "ফলক" লখো হয়ছে, তা হলো হাবাক্কূকরে দ্বিতীয় অধ্যায়রে ফলকসমূহ; সগেলো এমনভাবে রচতি হয়ছেলি যাত যারা সগেলো পড়বনে, তাঁরা "দোঁড়াত" পারনে এবং বার্তাটি ছড়যি়ে দতি পারনে। য়ে "পুস্তক" ওই "ফলক"-এর "উল্লেখ" করছে, সটেকিে হাবাক্কূক হাবাক্কূকরে ওই "পুস্তক"-এর "ফলক" এমন এক পরীক্ষার প্রক্রয়াকে নর্দশে করে, যা

প্রকাশ করে: "একটি বিদ্রোহী জাতি, মথিযাবাদী সন্তানরা, এমন সন্তান যারা প্রভুর ব্যবস্থা শুনতে চায় না।" যারা "শুনতে" অস্বীকার করে সেই "বিদ্রোহী জাতি" হলো যরিময়ির পুস্তকে উল্লেখিত সেই লোকেরা, যারা প্রহরীর তুর্যরে শব্দ শুনতে অস্বীকার করে।

আর আমি তোমাদের উপর প্রহরী স্থাপন করছি, বলছি, 'শাণ্ডির শব্দে করণপাত কর।' কিন্তু তারা বলল, 'আমরা করণপাত করব না।' যরিময়ি ৬:১৭।

ইসায়ার ইতিহাসে এবং খ্রিস্টের ইতিহাসেও যারা শুনতে রাজি ছিলি না, তারাই বিদ্রোহী।

তনি বললেন, যাও, এই জাতকি বলো: 'তোমরা শুনতে বোঝো না; দেখেও অনুধাবন করো না।' এই জাতকি হৃদয়কে স্থূল করো, তাদের কান ভারী করো, তাদের চোখ বন্ধ করো; যেন তারা চোখ দিয়ে না দেখে, কান দিয়ে না শোনে, হৃদয় দিয়ে না বোঝে, এবং ফরিতে না আসে ও আরোগ্য না পায়। ইশাইয়া ৬:৯-১০।

ইশাইয়ার বধির বিদ্রোহীরা "শুনতে" পারে, কিন্তু তারা "শোনে" না; আর "শুনতে" তাদের অস্বীকৃতি প্রকাশ করে যে তারা "বুঝে না"। দানিয়িলের "দুষ্টরা"ই মথরি "মূর্খ কুমারীরা"; তারা হবাক্কুকুর "পুস্তকে" উল্লেখিত সেই "ফলকে" প্রতীকায়িত জ্ঞানবৃদ্ধিকে বোঝে না। ইশাইয়ার বধির বিদ্রোহীরা যদি শুনত, তারা বৃপান্তরিত হয়ে আরোগ্য লাভ করতে পারত, কিন্তু তাদের হৃদয় মোটা হয়ে গেছে; তাই তারা "মধ্যরাতরির আহ্বান"-এর বার্তা বুঝতে পারে না। যীশু বধির বিদ্রোহীদের বিষয়ে দ্বিতীয় সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

শষিযরা এসে তাঁকে বলল, "আপনি তাদের সঙ্গে দৃষ্টান্তে কেনে কথা বলেন?" তনি জিবাবে বললেন, "কারণ স্বর্গরাজ্যের রহস্যগুলি জিনবার অধিকার তোমাদের দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের দেওয়া হয়নি কারণ যার আছে, তাকে আরও দেওয়া হবে, এবং তার প্রাচুর্য হবে; কিন্তু যার নেই, তার কাছ থেকে যা আছে তাও কড়ে নেওয়া হবে। তাই আমি তাদের সঙ্গে দৃষ্টান্তে কথা বলি—কারণ তারা দেখে, তবু দেখে না; শোনে, তবু শোনে না; এমনকি বোঝেও না। আর তাদের মধ্যে যিশাইয়-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ হয়েছে, যখনে বলা হয়েছে: 'তোমরা শুনতে শুনতে বুঝবে না; দেখে দেখেও অনুধাবন করবে না। কারণ এই জাতকি হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে, তাদের কান ভারী হয়েছে, আর তারা তাদের চোখ বন্ধ করেছে; পাছে কখনও তারা তাদের চোখে দেখে, কানে শোনে, হৃদয় দিয়ে বোঝে, এবং ফরিতে আসে, আর আমি তাদের আরোগ্য করি।' কিন্তু ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তারা দেখে; এবং ধন্য তোমাদের কান, কারণ তারা শোনে। আমি সত্যই তোমাদের বলছি, বহু ভবিষ্যদ্বক্তা ও ধার্মিকেরা তোমরা যা দেখেছ তা দেখতে চেয়েছে, কিন্তু দেখেনি; এবং তোমরা যা শুনছ তা শুনতে চেয়েছে, কিন্তু শোনেনি।" মথি ১৩:১০-১৭

জ্ঞানরো দৃষ্টান্তসমূহের রহস্য বোঝে; এটি এমন এক সত্য, যা পঙ্কতি-পঙ্কতি ধরে উপস্থাপিত হয়। জ্ঞানরো ধন্য, কারণ তারা দেখে ও শোনে; এবং জ্ঞানী ও ধন্য—উভয়ই দানিয়িলে পুস্তকের দ্বাদশ অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। "জ্ঞানী" তারা, যারা জ্ঞানবৃদ্ধিকে (তাদের হৃদয় দিয়ে) বোঝে, যা হবাক্কুকুর "পুস্তকে" উল্লেখিত সেই "সারণি" দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছে; আর "ধন্য" তারা, যারা প্রতীক্যা করে।

তনি বললেন, 'তোমাদের পথে যাও, দানিয়িলে; কারণ এই কথাগুলি শেষ সময় পর্যন্ত বন্ধ ও মোহর করা হয়েছে। অনেকে শুদ্ধ হবে, শুভ্র হবে, এবং পরীক্ষিত হবে; কিন্তু দুষ্টরা দুষ্টতাই করবে; দুষ্টদের কেউই বুঝবে না, কিন্তু জ্ঞানীরা বুঝবে। আর যে সময় থেকে দৈনিকি বলি অপসারণ হবে এবং উজাড়কারী ঘৃণ্য বস্তু স্থাপন করা হবে, সেখান থেকে এক হাজার দুই শত নব্বই দিন হবে। ধন্য সেই ব্যক্তি, যে অপেক্ষা করে এবং এক

হাজার তনি শত পঁয়তরশি দিনে পোঁছায়।' দানয়িলে ১২:৯-১৩।

মলিরোইটরা সঠিকভাবে বুঝছিলেন যে এক হাজার তনিশো পঁয়তরশি দিনের সময়কাল শুরু হয়েছিল ৫০৮ সালে, যখন পোঁতলকিতা ("the daily") "অপসারতি" করা হয়েছিল। ১৮৪৩ সালে যারা অপেক্ষা করছিলেন তাদেরকে আশীর্বাদে প্রতশ্চিত্তি দেওয়া হয়েছিল। উক্ত অংশে "cometh" শব্দটির অর্থ "স্পর্শ করে"। ১৮৪৩ সাল সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তা ১৮৪৪ সালকে "স্পর্শ" করছিল। ১৮৪৩ সাল সমাপ্ত হলে হবকূকরে "বলিম্বরে সময়" এসে পড়ে, এবং "তকতা"র উল্লেখ ছিল এমন "বই"-এ যে নরিদশে দেওয়া হয়েছিল সেই অনুযায়ী যারা অপেক্ষা করছিলেন, তাদের উপর আশীর্বাদ ঘোষণা করা হয়েছিল। হবকূকরে "বই" দর্শনের জন্য "অপেক্ষা" করতে নরিদশে দিচ্ছিল।

দানয়িলে ১৭৯৮ সালের ইতিহাসকে (শেষে সময়) চহ্নিতি করনে, যখন তাঁর গ্রন্থের সীল খোলা হয়েছিল, এবং তখন একটি তনি-ধাপের পরীক্ষার প্রক্রিয়া প্রবর্তিত হয়েছিল (শুদ্ধ করা, শুভ্র করা, এবং পরীক্ষা করা)। সেই প্রক্রিয়াটি সাত বজ্রধ্বনির গোপন ইতিহাসের প্রকাশে তার পরণিততি পোঁছায়। সেই গোপন ইতিহাসটি সত্যের তনিটি মাইলফলক, যা প্রথম হতাশা, মধ্যরাত্রে আহ্বানের বার্তা এবং মহা হতাশা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। প্রথম হতাশায় পোঁছানোর আশীর্বাদ ১৭৯৮ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত ইতিহাসের শেষে পর্যায়ে একটি তনি-ধাপের পরীক্ষার প্রক্রিয়াকে প্রতিনিধিত্ব করে।

১৭৯৮ সালের ইতিহাস, যা ১৮৪৪ সালের মহা হতাশা পর্যন্ত পোঁছায়, তা ১৯৮৯ সালের ইতিহাসের—শীঘ্রই আসতে থাকা রববারের আইন পর্যন্ত—দৃষ্টান্তস্বরূপ দাঁড়ায়। যে দর্শনটি প্রথম হতাশার সময় বলিম্বতি হতে শুরু করেছিল, তার জন্য যারা অপেক্ষা করে তাদের জন্য এক আশীর্বাদ প্রতশ্চিত্তি রয়েছে। দানয়িলে পুস্তককে বারো অধ্যায়ে "জ্ঞানীরা" হলেন তারা, যারা "ধন্য", এবং যারা "অপেক্ষা করে"। দুষ্টিরা তারা, যারা তাদের হৃদয় দিয়ে "শোনে" না, এবং যারা "দখে" না। মলিরোইট আন্দোলনের সমগ্র অভিজ্ঞতা দানয়িলের চারটি পদে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, এবং সেই পদগুলি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে মোহর দেওয়ার ইতিহাসকেও উপস্থাপন করে।

ওই চারটি পদের মধ্যে উপস্থাপিত পবতির ইতিহাসটি ভিত্তি করে আছে সেই জ্ঞানবৃদ্ধির অনুধাবনের ওপর, যা হাবাকুককে ফলকসমূহে উপস্থাপিত হয়েছিল, এবং সেই জ্ঞানবৃদ্ধির ওপর, যেটি যিশু 'লাইন পর লাইন' পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে গিয়ে চহ্নিতি করছিলেন। তনি 'জ্ঞানীদের' কাছে ভাববাণীর রহস্য ব্যাখ্যা করার জন্য দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছিলেন। দানয়িলের বারো অধ্যায়ে 'দুষ্টেরো' বোঝানো, এবং দ্বিতীয় থসোলনকীয়দের পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাদের না-বোঝাকে সত্যের প্রতী ঘৃণা হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা প্রবল ভ্রান্তিনিয়ি আসে। পোঁলের পত্রে দুষ্টেরো যে সত্যকে ভালোবাসে না, তা ছিল 'নতিষ', এবং দানয়িলের ওই চারটি পদের মধ্যে যে ভাববাদী সত্যটি সুনরিদ্ষিটভাবে চহ্নিতি করা হয়েছে, সটেটি 'নতিষ'।

যীশু শষিষদের বলছিলেন যে তারা ধন্য; আর এতে তনি তাদেরকে ইশাইয়ার গ্রন্থে উল্লিখিত সেইসব মানুষের বপিরীতে দাঁড় করিয়েছিলেন, যারা দখো ও শোনা অস্বীকার করেছিল, যদটি তাতে তারা রূপান্তরিত হতে পারত। দানয়িলের বারো অধ্যায়ে ধন্য বলা হয়েছে তাদেরই, যারা অপেক্ষা করে। দানয়িলের বারো অধ্যায়ে চারটি পদ, মলিরোইটদের ইতিহাসে সেই পদগুলোর পূরণ, ইশাইয়ার গ্রন্থে শুনতে ও দখতে অস্বীকারকারী এক শ্রণেরি সঙ্গে করা বৈপীরীত্ব, এবং খ্রিষ্ট কর্তৃক ঐ একই দুই শ্রণেরি মধ্যে করা পার্থক্য—সবই ১৮ জুলাই,

২০২০-এ এসে পৌঁছেছিলি এমন সাতটি বিজ্ঞানবনরি গোপন ইতিহাসের দিকে নির্দেশ করে। প্রথম হতাশার সময় শুরু হওয়া মলিরোইট ইতিহাসের চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রক্রিয়া এখন পুনরাবৃত্ত হচ্চে। কউে দেখবে, আর অন্যরা দেখতে অস্বীকার করবে।

১৮৪০-১৮৪৪ সাল থেকে প্রদত্ত সমস্ত বার্তা এখন শক্তিশালীভাবে উপস্থাপিত হতে হবে, কারণ অনেকে লোক তাদের দশা হারিয়েছে। এই বার্তাগুলি সমস্ত গরিজার কাছে পৌঁছাতে হবে।

"খ্রীষ্ট বলছিলেন, 'ধন্য তোমাদের চক্ষু, কারণ তারা দেখে; এবং তোমাদের করণ, কারণ তারা শোনে। কারণ আমি তোমাদের সত্যই বলছি, অনেকে ভাববাদী ও ধার্মিক ব্যক্তি তোমরা যা দেখে, তা দেখেবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু দেখেনি; এবং তোমরা যা শোনে, তা শুনবার জন্য, কিন্তু শোনেনি' [মথি 13:16, 17]। ধন্য সেই চক্ষুগুলি, যাহারা 1843 ও 1844 সালে দর্শনীয় গুলি দেখিয়াছিল।"

"বার্তাটি প্রদান করা হয়েছে। এবং এই বার্তাটি পুনরাবৃত্ত করতে কোনো বলিম্ব হওয়া উচিত নয়, কারণ কালরে লক্ষণসমূহ পরিপূর্ণ হচ্চে; সমাপনী কাজ অবশ্যই সম্পন্ন হতে হবে। অল্প সময়ের মধ্যে এক মহান কাজ সম্পন্ন হবে। শীঘ্রই ঈশ্বরের ন্যিক্তিতে এমন এক বার্তা প্রদান করা হবে, যা সফীত হয়ে এক উচ্চধ্বনিতে পরিণত হবে। তখন দানয়িলে তার নির্ধারণ স্থানে দাঁড়াবে, তার সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য।" Manuscript Releases, খণ্ড ২১, ৪৩৭।

দবেদূতদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে উইলিয়াম মলির বুঝছিলেন যে 'the daily' ছিল পৌত্তলিক রোমের একটি প্রতীক। সিস্টার হোয়াইট সরাসরি নিশ্চিত করেছিলেন যে তিনি সেই উপলব্ধিতে সঠিক ছিলেন। হাবাক্কুককে 'পুস্তকে' উল্লিখিত 'তক্তাসমূহ'-এ যে উপলব্ধি উপস্থাপিত ছিল, তা হলো 'আগামী সময়ের জন্য'। সেই 'পুস্তক'-এর সীলমোহর খুলে দেওয়া প্রকাশ করে 'বদিরোহী, মথিযাবাদী সন্তানদের'। 'সন্তান' শেষে প্রজন্মের একটি প্রতীক; অতএব যশাইয়ার উক্ত অংশে 'আগামী সময়' বিশেষভাবে তদন্তমূলক বিচারের শেষে দিনগুলিকে নির্দেশ করে।

ইশাইয়া বলেন যে, "মথিযাবাদী সন্তানরা" সেই ভাববাদী বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করবে, যা "পুস্তকে" উল্লিখিত "ফলকে" উপস্থাপিত হয়েছে, কারণ তারা বলে, "দর্শকদের, দেখো না; আর নবীদের, আমাদের কাছে সত্য কথা ভবিষ্যদ্বাণী করে না; আমাদের মধুর কথা বল, মথিযা কথা ভবিষ্যদ্বাণী করো।" ১৮৬৩ সালে লাওদকীয় অ্যাডভেন্টবাদ মথিযাবাদী সন্তানদের অনুরোধ পূরণে একটি ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। সেই কাজটিকে ইশাইয়া মলির পন্থীদের ভিত্তি প্রাচীন পথসমূহকে প্রত্যাখ্যান করা হিসেবে উপস্থাপন করেন, কারণ তারা বলছিল, "পথ থেকে সরে যাও, পথ ছেড়ে পাশ কাটিয়ে যাও; আমাদের সামনে থেকে ইস্রায়লের পবিত্র জনকে দূরে সরে যাও।" যে পথটি সত্য পথ, সেটাই যরিমিয়ার প্রাচীন পথসমূহ।

প্রভু এইরূপ বলেন: 'তোমরা পথে দাঁড়াও, দেখো, এবং প্রাচীন পথগুলোর খোঁজ করো—যেখানে উত্তম পথ আছে—আর তাতে চলো; তাহলে তোমরা তোমাদের আত্মার জন্য বশিরাম পাবে।' কিন্তু তারা বলল, 'আমরা তাতে চলব না।' যরিমিয়াহ ৬:১৬.

যরিমিয়ার "প্রাচীন পথসমূহ" সম্পর্কে "মথিযাবাদী সন্তানদের" প্রত্যাখ্যান আসলে "মধ্যযুগের আনন্দ" বার্তারই প্রত্যাখ্যান, যেখানে "বশিরাম" পাওয়া যায়, যা আবার যশাইয়াতে তারা শুনতে রাজি ছিল না এমন "বশিরাম ও সত্যজ্ঞতা", এবং যা "শেষ বৃষ্টির

বারতা"রও সেই সতজেতা। ওই বারতাই হলো "মধ্যরাত্রির আহ্বান"-এর বারতা, যা মলিরাইটদের ইতিহাসে প্রত্যাফলিত হয়েছে এবং একটা "পুস্তকে" উল্লিখিত "সারণিগুলিতে" চিত্রিত হয়েছে। "মথিযাবাদী সন্তানদের" দ্বারা "মধ্যরাত্রির আহ্বান" বারতার প্রত্যাখ্যান প্রকাশ পায় তাদের এই ইচ্ছায় যে, তারা চায় "ইসরায়েলের পবিত্রজন" যেন তাদের সামনে থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক। এলনে হোয়াইটের প্রথম দর্শন, যা "আলফা ও ওমগো" নশিচয়ই শেষকে উপস্থাপনের জন্য ব্যবহার করবেন, তা ধার্মিকদের পথ চিহ্নিত করে, পথের শুরুতে যে আলো আছে তা দেখায়, এবং কবে "জুগোনীদের" সেই পথের শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব দেন তাও প্রকাশ করে।

"পথের শুরুতে তাদের পছন্দে একটা উজ্জ্বল আলো স্থাপিত ছিল, যা একজন স্বর্গদূত আমাকে বললেন 'মধ্যরাত্রির ধ্বনি' এই আলোটা সমগ্র পথ জুড়ে আলোকিত করছিল এবং তাদের পদযুগলের জন্য আলো দিচ্ছিল, যাতনে তারা হেঁচট না খায়। "

"যদি তারা যীশুর দিকে চোখ স্থির রাখত, যনি তাদের ঠিক সামনে থেকে শহরের দিকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তবে তারা নিরাপদ থাকত। কিন্তু অল্প পরেই কটে কটে ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং বলল যে শহরটা অনেক দূরে, আর তারা আশা করছিল এর আগেই স্থানে প্রবেশ করবে। তখন যীশু তাদের উৎসাহ দতিনে তাঁর মহিমাবতি ডান বাহু উঁচু করে, আর তাঁর বাহু থেকে এমন এক আলো বেরিয়ে আসত যা অ্যাডভেন্ট দলের ওপর দোলা দতি, আর তারা চিৎকার করে বলত, 'হাল্লেলুয়া!' অন্যরা অববিচেকভাবে তাদের পছন্দে আলোক অস্বীকার করল এবং বলল যে এতদূর পর্যন্ত তাদেরকে ঈশ্বরই নিয়ে আসেননি তাদের পছন্দে আলো নভি গেলে, তাদের পদযুগলকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ফলে রেখে, আর তারা হেঁচট খলে এবং চিহ্নিত ও যীশুকে আর দেখতে পলে না, এবং পথ থেকে পড়ে নচিরে অন্ধকার ও দুষ্টি জগতে গিয়ে পড়ল।" এলনে জি. হোয়াইটের খ্রিস্টীয় অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাসমূহ, ৫৭।

শুরুতে এবং শেষেও সটেই ছিল মধ্যরাত্রির আহ্বানের আলো। যাঁকে তারা তাদের সামনে থেকে দূর করতে চেয়েছিল, তিনি ছিলেন যীশু (ইসরায়েলের পবিত্রজন)। যীশুর মহিমাময় ডান বাহু থেকে যে আলো বেরিয়েছিল, তা ছিল মধ্যরাত্রির আহ্বানের আলো—যমেন্ট "গ্রন্থ"-এ উল্লিখিত "সারণি" গুলিতে উপস্থাপিত ছিল। "মথিযাবাদী সন্তানদের" দ্বারা খ্রিস্টের মধ্যরাত্রির আহ্বানের বারতা এবং যে পথে তাদের চলার কথা ছিল, তার প্রত্যাখ্যান—এর ফলে তারা পথ থেকে পড়ে গিয়ে তাদের ওপর ঈশ্বরের বচির নমে আসে। যে "উঁচু দয়োল" হঠাৎ ভেঙে যায়, সটেই হলো চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণে "দয়োল", যা শীঘ্র আগত রববারেরে আইনে ধ্বংস হয়। সে বচির "হঠাৎ, এক মুহূর্তে" আসে, এবং তা হবে "কুমারের পাতর টুকরো টুকরো হয়ে ভাঙার মতো"। এটা সেই বচির যা "দ্য ডাইলি" নামের শয়তানি প্রতীকটিকে উল্টে দিয়ে সটেকে খ্রিস্টের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

নশিচয়ই তোমাদের সবকিছুর উল্টোপাল্টা করা কুমারের মাটির মতো গণ্য হবে; কারণ সৃষ্টি বস্তুটা কি তাকে, যনি তা সৃষ্টি করছেন, বলবে, 'তনি আমাকে সৃষ্টি করেননি?' অথবা গঠিত বস্তুটা কি তাকে, যনি তা গড়ছেন, বলবে, 'তার কোনো বুদ্ধি ছিল না?' যশাইয় ২৯:১৬।

"দৈনিক" হলো সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সত্য, যা দানয়িলেরে দ্বাদশ অধ্যায়ের চারটি পদকে একসূত্রে গাঁথবে, এবং যা দুষ্টি ও জুগোনীদের মধ্যে পার্থক্যকে চিহ্নিত করে। "দৈনিক" হলো সেই সত্য, যা দ্বিতীয় থেসালোনিকীয় পত্রের উল্লিখিত শক্ত ভ্রান্ত গ্রহণকারীরা ঘৃণা করে। "দৈনিক" প্রতিনিধিত্ব করে "মথিযাবাদী সন্তানদের" সেই আকাঙ্ক্ষাকে, যাতনে তারা

ইস্রায়লের পবিত্রজনকে তাদের পথ থেকে সরে যতে বাধ্য করতে পারে। আর তাদের শাস্তি প্রকাশ পেয়েছে কুমারের পাত্র ভেঙে যাওয়ার মাধ্যমে, এবং যা অবশিষ্ট থাকে, তা মূর্খ কুমারীদে হারানো অবস্থার এক দৃষ্টান্ত; কারণ সেখানে ভাঙা কুমারের পাত্রের অবশিষ্ট টুকরোগুলোর মধ্যে "পাওয়া যাবে না" "চুলা থেকে আগুন তোলার জন্য একটি খণ্ড, অথবা কূপ থেকে জল তোলার জন্য একটি খণ্ড।"

"আগুন" এবং "জল" উভয়ই পবিত্র আত্মার প্রতীক, যমেন দশ কুমারীর দৃষ্টান্তে তলেও তাই। যখন "মধ্যরাত্রির চক্র" এক মুহূর্তে হঠাৎ এসে পড়বে, যমেনটি ১৮৪৪ সালের আগস্টে একস্টের ক্যাম্প মটিং-এ ঘটছিল, তখন "মথিয়া সন্তান"দের পক্ষে কোনো তলে (জল বা আগুন) খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হবে। প্রথম হতশার পর তাদের "ফরি আসতে" বলা হয়েছিল, যমেন যরিময়িকও বলা হয়েছিল, কিন্তু তারা অস্বীকার করছিল।

তোমার বাক্যগুলি আমি পিয়েছিলাম, আর আমি সিগেলো খেয়েছি; আর তোমার বাক্য আমার হৃদয়ে আনন্দ ও উল্লাস হয়েছে; কারণ, হে সেনাবাহিনীর সদাপ্রভু ঈশ্বর, আমি তোমার নামে ডাকা হয়েছি। আমি বিদ্রূপকারীদের সমাবেশে বসনি, আনন্দও করনি; তোমার হাতের কারণে আমি একা বসেছিলাম, কারণ তুমি আমাকে ক্রোধে পূরণ করছে। আমার যন্ত্রণা কনে চরিস্থায়ী, আর আমার ক্রোধ কনে অনারোগ্য, যা আরোগ্য হতে অস্বীকার করে? তুমি কি একবারে আমার কাছে মথিযাবাদীর মতো হবে, আর শূকয়ি যাওয়া জলধারার মতো? অতএব সদাপ্রভু এভাবে বলেন, তুমি যদি ফিরি, আমি তোমাকে আবার ফরিযি আনব, আর তুমি আমার সামনে দাঁড়াবে; আর যদি তুমি নীচের মধ্য থেকে মূল্যবানকে বের করে আনো, তবে তুমি আমার মুখের মতো হবে; তারা যনে তোমার কাছে ফরি আসে, কিন্তু তুমি তাদের কাছে ফরি য়ে না। আর আমি তোমাকে এই লোকদের বিরুদ্ধে এক অভদ্য পতিলের প্রাচীর করব; তারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না; কারণ আমি তোমার সঙ্গী আছি, তোমাকে রক্ষা ও উদ্ধার করতে, সদাপ্রভু বলেন। আর আমি তোমাকে দুষ্টিদের হাত থেকে উদ্ধার করব, এবং ভয়ংকরদের হাত থেকে মুক্ত করব। যরিময়ি ১৫:১৬-২১।

যরিময়ি প্রথম হতশার পর যারা ফরি এসেছিল, তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন। তারা 'মূল্যবানকে নকৃষ্টি থেকে' পৃথক করার কাজে প্রবশে করছিল, যাত প্রভুর সামনে 'দাঁড়াত' পারে এবং প্রভুর 'মুখ' হতে পারে। তারা সেই লোক, যাদের দানয়িলে নবম অধ্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করেন—নজিদেরে বচ্ছুরতি অবস্থারি বুঝে পরে লেবীয় পুস্তকের ছাব্বশি অধ্যায়ে প্রার্থনা করছিলেন। তারা সেই লোক, যাদের দানয়িলে, যরিময়ি ও হাবাক্কূকের প্রহরীরা প্রতিনিধিত্ব করে, এবং যাদের 'মথিযাবাদী সন্তানদের' বপিরীতে দেখানো হয়েছে। এই 'মথিযাবাদী সন্তানদের' কই 'ইস্রায়লের পবিত্রজন' সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'ফরি আসা ও বশিরামে তোমরা রক্ষা পাবে; নীরবতা ও আস্থাতই থাকবে তোমাদের শক্তি; কিন্তু তোমরা ইচ্ছা করলে না'।

মলিারের রত্নগুলি হিলো হাবাক্কূকের টবেলিসমূহে উপস্থাপতি সেই সত্যসমূহ, যা মধ্যরাত্রে আহ্বানেরে বার্তার পরীক্ষাকে উপস্থাপন করে—যে বার্তা উপাসকদের দুই শ্রণে সৃষ্টি করে। ঐ রত্নগুলি বিরুদ্ধে প্রকাশতি বিদ্রোহের প্রতীক হিলো "the daily"। "the daily" সম্পর্কে মলিারের বোঝাপড়া সঠিক ছিল, কিন্তু তিনি যি ইতিহাসের মধ্যযে বাস করতেন তা তার বোঝাপড়াকে সীমাবদ্ধ করছিল; এবং তার ঘরেরে মাঝখানেরে টবেলিে তিনি যি রত্নগুলো রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন, সেগুলো এখন মলিার প্রথমবার সেগুলো তার টবেলিে রাখার সময়েরে তুলনায় দশ গুণ বেশি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। এখন সেগুলো একটি আরও বড় পটেকায়

রয়ছে, কারণ পটেকাটি এখন কবেল মলিাররে সময়রে মতো বাইবেলকেই উপস্থাপন করে না, বরং বাইবেলে ও ভবষ্টিদ্বাণীর আত্মা—উভয়কেই উপস্থাপন করে।

এই দুই সাক্ষীই অন্তিম দিনে পরীক্ষার আলো প্রকাশ করে, এবং এই দুই সাক্ষীই অন্তিম দিনে প্রধান যুদ্ধক্ষেত্রে পরণিত হয়। মলিার সেই যুদ্ধ দেখেছিলেন, কারণ স্বপ্নে তারা তার কফনি (বাইবেলে) নিয়ে স্টেভিঙে টুকরো টুকরো করে দলি। যোহন, যনি অন্তিম দিনে "জ্ঞানীরা"-র প্রতিনিধিত্ব করেন, "ঈশ্বররে বাক্য এবং যশি খ্রিস্টরে সাক্ষ্যরে জন্ম তনি 'পতমোস' নামে পরিচিতি দ্বীপে ছিলেন।" বাইবেলে এবং এলনে হোয়াইটরে রচনাবলরি বার্তায় বশি্বাস করার জন্ম যোহন নরিয়াততি হচ্ছিলেন।

আমরা ১৭৯৮ সালে যার সলিমোহর খোলা হয়েছিল সেই উলাই নদীর দর্শনে উপস্থাপতি সত্যসমূহরে পরি্যালোচনা পরবর্তী প্রবন্ধে অব্যাহত রাখব।

"ভবষ্টিৎ সম্বন্ধে আমাদের ভয় করার কিছুই নই, কবেল তখনই যখন আমরা ভুলে যাব য়ে প্রভু কীভাবে আমাদের পরিচালতি করছেন, এবং আমাদের অতীত ইতিহাসে তাঁর শক্তি।"

Life Sketches, 196.